মাদারীপুরে দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক ২

মাদারীপুরে ট্রলার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পাশের এলাকার দুই বখাটের বিরুদ্ধে। গুরুতর অবস্থায় ওই দুই শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে জেলা সদর হাসপাতালে। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে দুই বখাটেকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, সোমবার সকালে মাদারীপুর শহরে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে পাঁচখোলা ইউনিয়নের জাজিরা দাখিল মাদ্রাসার ষষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী। নানা বাড়িতে বেড়ানোর পরে শহরে কেনাকাটা করে পুরনো ট্রলারঘাট থেকে রাত ১০টার দিকে বাড়ির উদ্দেশ্যে ট্রলারে ওঠে তারা। পরে ট্রলারে ওই দুই শিক্ষার্থী একা পেয়ে পাঁচখোলা গ্রামের জলিল মোড়লের ছেলে মাসুদ মোড়ল ও একই গ্রামের নান্নু মোল্লার ছেলে রুবেল মোল্লা ট্রলার থামিয়ে কালিকাপুরের একটি পরিত্যক্ত গরুর খামারে নিয়ে যায়। পরে হত্যার হুমকি দিয়ে মুখ বেঁধে এক শিক্ষার্থীকে নৌকায় ও আরেকজনকে ওই গরুর খামারেই পালাক্রমে ধর্ষণ করে বখাটে মাসুদ ও রুবেল। একপর্যায়ে ওই দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে পালিয়ে যায় তারা।

মঙ্গলবার ভোরে মুসল্লীরা নামাজ পড়তে বের হয়ে ওই দুই শিক্ষার্থীকে কান্নাকাটি করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে শিক্ষার্থীদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় দোষীদের বিচার দাবি করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

এদিকে এ ঘটনায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত মাসুদ ও রুবেলকে আটক করেছে পুলিশ।

ধর্ষিতা এক কিশোরী বলেন, সোমবার সন্ধ্যায় শহরের ট্রলার ঘাট এলাকা থেকে গ্রামের বাড়ি জাফরাবাদ এলাকায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলে তাদের নৌকায় তুলে নিয়ে যায়। রাতে এক কিশোরীকে নৌকায় এবং অপর কিশোরীকে নদীর পাড়ের একটি গরুর খামারে নিয়ে ধর্ষণ করে ফেলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

মাদারীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শশাঙ্ক চন্দ্র ঘোষ বলেন, দুই কিশোরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দুই কিশোরীর আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে রিপোর্ট দেয়া হবে।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বদরুল আলম মোল্লা বলেন, এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। ধর্ষিতার পরিবার মামলা করলে মামলা নেয়া হবে এবং সকল ধরনের আইনগত সহযোগিতা প্রদান করা হবে।